রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৬, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ০৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.২২৭—বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

২। সৈয়দ শামসুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৮ আশ্বিন ১৪২৩/০৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৮ আশ্বিন ১৪২৩ / ০৩ অক্টোবর ২০১৬

বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন দেশ ও জাতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন সাহিত্যকর্মী। কর্মজীবনে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেও কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র, গীতিকবিতায় ছিল তাঁর অবাধ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ। সাহিত্যের সকল শাখায় উচ্চমানের সৃজনশীলতা ও অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখায় তিনি 'সব্যসাচী লেখক' অভিধা প্রাপ্ত হন। তাঁর বিরচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রথম রচিত গল্পগ্রন্থ 'তাস' প্রকাশিত হয়। প্রয়াত এই সব্যসাচী লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - 'হৃৎ কলমের টানে', 'শীত বিকেল', 'রক্তগোলাপ', 'সৈয়দ শামসুল হকের প্রেমের গল্প', 'অনুপম দিন', 'স্মৃতিমেধ', 'নির্বাসিতা', 'নিষিদ্ধ লোবান', 'অচেনা', 'একদা এক রাজ্যে', 'বিরতিহীন উৎসব', 'অগ্নি ও জলের কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' 'কবিতা সংগ্রহ', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'অন্তর্গত' প্রভৃতি।

সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যচর্চা ছিল সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকেন্দ্রিক। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা। সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উপাদান ছিল নাগরিক আধুনিকতা ও গ্রামীণতার প্রতি তাঁর সমভাবাপন্ন অনুরাগ। তাঁর রচনা ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনায় পরিপুষ্ট। বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের ঐতিহ্যকে তিনি সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করেছেন এবং নাট্যসাহিত্যকে নিয়ে গেছেন এক নতুন উচ্চতায়। কাব্য-নাটক রচনায় তিনি দেখিয়েছেন অসামান্য কৃতিত্ব। তাঁর কাব্য-নাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'নূরলদীনের সারাজীবন' বিপুলভাবে নন্দিত ও সমাদৃত হয়েছে। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য আখ্যান। এই নাটকে রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তির বাণীও উচ্চারিত হয়েছে।

বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর উষালগ্নে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সৈয়দ শামসুল হক ও কবি শামসুর রাহমান যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে শতাব্দীবরণ উৎসব ও মিছিলের আয়োজন করেন। ঐ বছর সৈয়দ শামসুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি লেখকদল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদৎ দিবসে টুঙ্গিপাড়া গিয়ে একটি আলোচনা সভা করেন, যার ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর এই দিনে সেখানে লক্ষ মানুষের ঢল নামে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সৈয়দ শামসুল হক অসংখ্য পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ছোট গল্পে সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৬ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে তিনি দেশের সাহিত্য ক্ষেত্রের গৌরবজনক 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া সৈয়দ শামসুল হক 'আদমজী পুরস্কার', 'অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার', 'নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক',

'জেবুন্নিসা-মাহবুব উল্লাহ স্বর্ণপদক', 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার', 'কবিতালাপ পুরস্কার', 'জাতীয় কবিতা পুরস্কার', 'পদাবলী পুরস্কার', 'মুনীর চৌধুরী পদক' প্রভৃতি সম্মাননায় ভূষিত হন। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সৈয়দ শামসুল হককে ১৯৮৪ সালে 'একুশে পদক' এবং ২০০০ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজারকে ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুর বিয়োগান্ত জীবনের ঘটনা নিয়ে তিনি রচনা করেন 'গণনায়ক'।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও সৈয়দ শামসুল হকের লেখনী ছিল সক্রিয়। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'আহা আজ কি আনন্দ অপার' শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন জীবনপ্রেমী ও আশাবাদী একজন মানুষ।

সৈয়দ শামসুল হকের মৃত্যুতে দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। বাংলাদেশের সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মন্ত্রিসভা জনাব সৈয়দ শামসুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd